এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

# সংবাদ পরিষেবা

এপ্রিল ২০১১

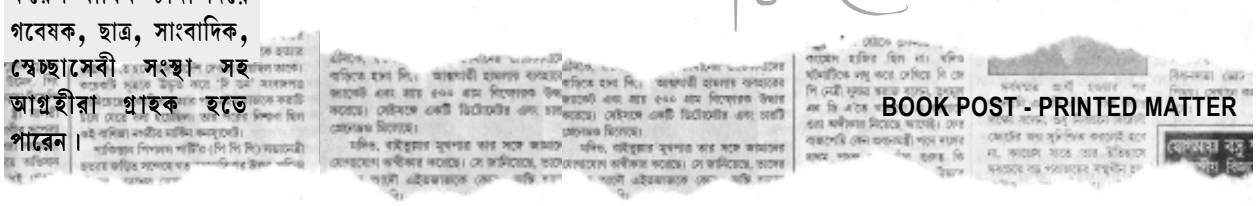


## সজল সতর্কতা

১৬/৩২০

আগামী ২৫ থেকে ৩০ বছরে ভারতে বৃষ্টিপাত বাড়বে। বাড়বে ১৫ থেকে ৪০ শতাংশ। সঙ্গে অঞ্চল থেকে অঞ্চলে তার তারতম্যও হবে। একুশ শতকের শেষে বেড়ে যাবে বার্ষিক তাপমাত্রাও। তাপমাত্রা বেড়ে দাঁড়াবে ৩ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ভারতের আবহাওয়া দফতরের অধির্কতা এমন বলছেন। খবরটা দিল জানুয়ারি ২০১১-র গ্রিন ফাইল।

## খাবো!

১৬/৩২১

আগামী ১০ বছরে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে ধানের উৎপাদন ৩০ শতাংশ, ডাল ১৪০ শতাংশ আর তৈলবীজ উৎপাদন ২৪৩ শতাংশ বাড়াতে হবে। ফলে এক ধানের উৎপাদনই ১০ কোটি টনে পৌঁছাতে হবে এমন বলেছেন ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ। কারণ ওই সময়সীমার মধ্যে বিশ্বজুড়ে খাদ্য চাহিদা বেড়ে হবে ৫০ শতাংশ। খবর দিচ্ছে জানুয়ারি ২০১১-র গ্রিন ফাইল।

## দরিয়ায় আইল তুফান

১৬/৩২২

বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের নয়া 'উপকূল আইন' নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সাবেক আইনে জোয়ারের উচ্চসীমা ধরে সাগরপারের দুশো মিটার অব্দি উন্নয়ন-কাজ নিয়ে নিষেধাজ্ঞা ছিল। নয়া আইনে এই সীমা হয়েছে একশো মিটার। তাতে নাকি মৎস্যজীবীর চেয়ে অন্য উপকূলবাসীর উপকূলে গৃহ নির্মাণের সুযোগ। পলির ওপর রাস্তার করার সুযোগে ম্যানগ্রোভের ক্ষতি হবে এমন সব অভিযোগ করছেন জাতীয় উপকূল সুরক্ষা অভিযান-এর আহ্বায়ক ভি বিবেকানন্দ। সমালোচনা করেছে মহারাষ্ট্র ও কেরল-এর মৎস্যজীবীরাও। খবর দিল জানুয়ারি ২০১১-র গ্রিন ফাইল।

## ভগবান!

১৬/৩২৩

যমুনা চরে তৈরি অক্ষরধাম মন্দির পরিবেশ ছাড়পত্র নেয়নি। এই নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ। বন পরিবেশ মন্ত্রক নদীর চরায় নির্মাণ নিয়ে আইন আনতে চলেছে। আইনের নাম 'রিভার রেগুলেটরি জোন' আইন। অক্ষরধাম তৈরিতে যমুনা চরের বিপুল ক্ষতি হয়েছে। অক্ষরধামের পাশাপাশি যমুনা চরে চলছে আরো নানা বেআইনি নির্মাণ। খবর দিচ্ছে গ্রিন ফাইল জানুয়ারি ২০১১।

## কেয়া বাত!

১৬/৩২৪

দেশের শীর্ষ আদালত বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ঢালাও ছাড়পত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। আদালতের বিশেষ সভা পরিবেশ মন্ত্রককে

জিজ্ঞাসা করেছে, পকেট মানি পাওয়ার পর মন্ত্রক নিযুক্ত এজেন্সির কোনো নিরপেক্ষ মূল্যায়ন সম্ভব কিনা। এই মূল্যায়নকে 'এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট' বলে। মেঘালয়ের খাসি পাহাড়ে লাফার্জ চুনাপাথর খুঁড়ে তুলছে। এইজন্য পরিবেশ-ছাড়পত্র যে এজেন্সি দিয়েছে, সেই এজেন্সি নাকি খোদ কোম্পানিরই নিযুক্ত। খবর দিল ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্ট পোর্টাল।

**হামলা বোল !** ১৬/৩২৫

বিহারে বিটি ভুট্টা চাষের অনুমতি জিইএসির। চাষ করবে নাকি মনস্যান্টো। এই চাষে নারাজ স্বয়ং ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী সেই কথা জানিয়েছেন জয়রাম রমেশকে। শ্রী রমেশ এই অনুমোদন ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। এই নিয়ে সোচ্চার জিন-শস্য প্রতিবাদী সুমন সহায় ও কবিতা কুরগান্তি। খবর দিল ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

**ন্যানো কেনো ?** ১৬/৩২৬

সানস্ক্রিন লোশন, অ্যান্টিসেপটিক ও এইচ আই ভি ওষুধ তৈরিতে ন্যানোপার্টিকেল লাগে। ন্যানোপার্টিকেল হল ন্যানোমিটার সাইজের সোনা, রুপা ইত্যাদি ধাতুর কণা। খাদ্যশৃঙ্খলে ন্যানোপার্টিকেল ঢোকার সম্ভাবনা। ফলে স্বাস্থ্যহানি। এমন বলেছেন বিজ্ঞানীদল।

মুখ ধুলে সানস্ক্রিন জলে মেশে। জল থেকে মেশে খাদ্যশৃঙ্খলে। খাদ্যশৃঙ্খলের একেবারে উঁচুতে আছে মানুষ। তাই মানবদেহে সবচেয়ে বেশি ন্যানোপার্টিকেল জমবে। খবর দিল ১-৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১-র ডাউন টু আর্থ।

**রাষ্ট্রসঙ্ঘও বলছে ?** ১৬/৩২৭

রাসায়নিক সার-কীটনাশকের বদলে জৈব কৃষি বিকাশমান দেশের খাদ্যোৎপাদন দ্বিগুণ করবে। এমন কথা রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক রিপোর্টে। রিপোর্ট বানিয়েছেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক আধিকারিক। বলা হয়েছে জলবায়ু বদলের প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলায় 'অ্যাগ্রোইকোলজি'-ই ভরসা।

প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে মাটির পুষ্টি বৃদ্ধি বা মাঠের পোকামাকড় রোধ-এর কাজ করেছে এমন সাতান্নটি দেশের কথা প্রতিবেদনে রয়েছে। যেমন ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশ। ওখানে ধান চাষে 'ধান-খেত বিদ্যালয়' করে কীটনাশক ব্যবহার ৩৫ থেকে ৯২ শতাংশ কমেছে। এইসব খবর দিল ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

**কানাডার খবর !** ১৬/৩২৮

কানাডা কাগজের ব্যবহার কমালো। কানাডায় গাছ বাঁচল, প্রকৃতি বাঁচল। এ কাজ করেছে রয়্যাল ব্যাঙ্ক অফ কানাডা। ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা কাগজের বদলে ইলেকট্রনিক স্টেটমেন্টে লেনদেন করছেন। ফলে বছরে সাশ্রয় প্রায় ৮০০ মেট্রিক টন কাগজের। বাঁচানো গেছে প্রায় ২২ হাজার-এর বেশি গাছ। খবর দিল ডাউন টু আর্থ ফেব্রুয়ারি ১-১৫ ২০১১।

**বাঁ-চা** ১৬/৩২৯

আসামের চা-চাষে সংকট। এই চা সুবাস হারাচ্ছে, এই চা-এর উৎপাদন কমছে, এই চা-এ বাড়ছে পোকার হানা। সুবাস হারাচ্ছে একথা বলছে টি টেস্টাররা। এর কারণ খুঁজতে গবেষণার জন্য ওখানের চা-উৎপাদকরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুদানের দরবার করেছে। উৎপাদন কমছে, রোদহীন দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার কারণে। এমন বলছেন টি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের বিজ্ঞানীরা। আবার পোকার হানা বলতে চা-এর নতুন কুঁড়িতে টি মসকুইটো বাগের একেবারে বাড়বাড়ন্ত। এমন সব খবর দিল ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।

**ওঃষুধ !** ১৬/৩৩০

একই ব্র্যান্ডে আলাদা আলাদা ওষুধ বিক্রি চলবে না। দেশের মুখ্য ভেষজ নিয়ামক এমন নির্দেশ দিয়েছে। কারণ এতে ক্ষতি হচ্ছে রোগীর। রোগী ভুল ওষুধ বেছে নিচ্ছে। এর মধ্যেই ভেষজ নিয়ামক একটি বিশেষ ব্র্যান্ড নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে নির্দেশ পাঠিয়েছে। যে বিশেষ ব্র্যান্ড একই নামে অ্যালার্জি, অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিপ্যারাসাইট ওষুধ বিক্রি করে। খবর দিল ইন্ডিয়া এনভায়রনমেন্টাল পোর্টাল।



পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

## হিন্দি -চিনি ভাই ভাই

১৬/৩৩১

চিনে ও ভারতে ধানে কীটনাশক বাড়ছে। বেড়েছে বেশি গত দশক থেকে। তার মধ্যে চিনে বেড়েছে সর্বাধিক। এমন বলছেন অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানী জর্জ লুকাস। লুকাস চিনের কীটনাশক বৃদ্ধিকে নাম দিয়েছেন 'পেস্টিসাইড স্টর্ম'। নষ্ট হচ্ছে বাস্তুতন্ত্রও। কীটনাশক উৎপাদন নিয়ে আইনি শিথিলতা, কৃষকের অজ্ঞতা এসব কারণেই এমন ঘটছে বলে মনে করা হচ্ছে। এইসব খবর দিল ফিজিঅগ মার্চ ৬ ২০১১।

## আফ্রিকাতেও

১৬/৩৩২

কেনিয়াতে ভেষজ গাছ সংরক্ষণ শুরু। এখানে ম্যালেরিয়া নির্মূলে হাজারের মতো ভেষজ গাছ কাজে লাগে। যার অনেকগুলি এখন বিপন্ন। আইসিআরএএফ এই নিয়ে কাজ শুরু করেছে। তারা প্রায়-লুপ্ত গাছের পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিয়েছে। এই নিয়ে একটা বই বেরিয়েছে। নাম 'কমন অ্যান্টিম্যালেরিয়াল ট্রিজ অ্যান্ড শ্রাবস অফ ইস্ট আফ্রিকা'। লিখেছেন আইসিআরএফ-এর গবেষকরা। খবর দিচ্ছে সাই ডেভ নেট।

## স্টেটস আর ইউনাইটেড!

১৬/৩৩৩

আমেরিকার ওরেগা শহরে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ হয়েছে। বদলে ব্যবহার হচ্ছে কাগজের ব্যাগ। ওরেগা-র পাশাপাশি আমেরিকার ১৪টি রাজ্যে প্লাস্টিক বাতিল হয়েছে। এর মধ্যে সানফ্রানসিসকোও আছে। কাগজের ব্যাগ তৈরিতে সবল হচ্ছে ওরেগা-র অর্থনীতি। খবর দিল ফ্রেব্রুয়ারি ২৩, ২০১১ -র দ্য ডেলি ব্যারোমিটার।

## বান চাল

১৬/৩৩৪

ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর এবার সুবর্ণ জয়ন্তী। মানে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা কেন্দ্র পড়ল একান্ন বছরে। আর তার উদ্‌যাপনের দিন ওখানে বিক্ষোভ সমাবেশ। সমাবেশ করল রেজিস্ট। রেজিস্ট মানে রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড সলিভ্যারিটি অ্যাগেনস্ট অ্যাগ্রোকেম টি এন সি। রেজিস্ট্যান্সে আছে বিজ্ঞানী, কৃষিজীবী, ধীবর, ছাত্র, উন্নয়ন-ব্রতী, ইনস্টিটিউট-এর প্রাক্তন কর্মী ইত্যাদিরা। বিক্ষোভে ছিল ২০০ মানুষ। জেহাদ ছিল জিন ধানের বিরুদ্ধে। খবরটা ৪ এপ্রিল ২০০১-এর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকে। বিজ্ঞপ্তি বের করেছে ম্যাসিপ্যাগ ও কেএমপি।

## রাজধানীর সরোবরে

১৬/৩৩৫

নয়া দিল্লিতে জলাভূমি সংরক্ষণ দিয়ে তোড়জোড় শুরু। রূপায়ণে শহরের ওয়াটারবডিজ অথরিটি। ঠিক হয়েছে, শহরের জলাভূমিতে ময়লা জল ফেলা বন্ধ হবে। চারপাশ ঘেরা হবে সবুজে।

এই ওয়াটারবডিজ অথরিটি তৈরি করা হয়েছে ব্যাঙ্গালোরের লেক ডেভলপমেন্ট অথরিটির আদলে। এখানে আছে ৯০০ জলাভূমি। এই জলাভূমির সংরক্ষণ হবে। শীর্ষ দায়িত্বে থাকছে পরিবেশ দফতর। গড়া হচ্ছে উদ্যানবিদ-অরণ্যবিদ ও পুর- উন্নয়ন অভিজ্ঞ মানুষজনের কমিটি। জলাভূমি ঘেরা হবে গাছপালায়। থাকবে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম। পাড় কংক্রিট বা সিমেন্টে বাঁধানো হবে না। জলবিভাজিকার জল আনা হবে জলাশয়ে। তবে ময়লা জল আসবে পরিস্রাবণের পর। সমস্ত উদ্যোগ প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপে হবে। উদ্যোগের সঙ্গে আছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে 'তাপস'। খবর দিচ্ছে দ্য হিন্দু, ২৭ মার্চ ২০১১।

## সুবর্ণ সুযোগ ?

১৬/৩৩৬

পেরুতে সোনা খনন করতে গিয়ে বিপত্তি। জঙ্গল লোপাট হচ্ছে, পারদ চুঁইয়ে বাতাসে, মাটিতে, জলে মিশছে। আশপাশের মানুষ বিপদে ত্রস্ত। এসব ধরা পড়েছে নাসার স্যাটেলাইটে। ২০০৩ থেকে ২০০৯ এর মধ্যে কেবল দুটো খনির জন্য চলে গেছে ৭ হাজার হেক্টর জঙ্গল। খবর দিচ্ছে মোঙ্গাবে ডট কম, এপ্রিল ১৯, ২০১০।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

**বাঘের ঘরে ...** ১৬/৩৩৭

দিল্লি সরকার তার নির্দিষ্ট দফতরের আধিকারিকদের কড়া হাতে ভেজালদার দমনের ফরমান দিয়েছে। দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই দফতরের সঙ্গে ভেজাল তদারকি বিষয়ের এক বৈঠকে একথা বলেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিয়মিত বাজারে গিয়ে খাদ্য ও খাদ্যশস্য তদারক করতে বলেছেন। খাবারদাবারের নমুনা এনে পরীক্ষাগারে যাচাই করতে বলেছেন। পাশাপাশি সরকার তৈরি পরীক্ষাঘরগুলির মান বাড়ানোর কাজেও হাত দেবে বলে তিনি জানিয়েছে।

**পাকামো !** ১৬/৩৩৮

কৃত্রিমভাবে ফল পাকানো নিয়ে কেরলের কোচিতে সতর্কতা জারি ! কোচি কর্পোরেশনের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের এই নিয়ে এক আদেশনামা বেরিয়েছে। আদেশনামায় স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের বাজার-তদারকির নির্দেশ আছে। বাজারে বাজারে গিয়ে ফল পাকানোর নিয়মবিধি ফিরে দেখতে বলা হয়েছে। আম নিয়ে এই ঘটনা কোচিতে আছে। এই বার সমস্ত ফল নিয়েই গুদাম ও বাজারগুলোয় টহলদারি হবে। আদেশনামা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. এম গোপিনাথন-এর। খবর দিল মার্চ ৩১, ২০১১-এর ডেকান হেরাল্ড।

**বিবর্ণ শৈশব** ১৬/৩৩৯

রংদার খাবারে ছোটদের ক্ষতি। এমন কথা বলছে ইংল্যান্ডের সাউদ্যাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। এর মধ্যে ভারী খাবার, পানীয় সবই আছে। পরিমাণে অল্প হলেও, নিয়মিত রংদার খাবার খাওয়ার চল আছে ছোটদের মধ্যে। এইসব খেয়ে ছোটদের আচরণ অস্বাভাবিক হচ্ছে। তাদের অস্থিরতা বাড়ছে। খবর দিল ডব্লুডব্লুডব্লু হেলদি ইটিং কিডস, ইনফো মার্চ ৬-২০১১।




বৈচিত্র ও সমন্বয় দুটি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম। সবুজ বিপ্লবের দৌলতে রাসায়নিক চাষ ব্যবস্থা এই বৈচিত্রকে ধ্বংস করেছে। হারিয়ে গেছে সমন্বয়ের ভাবনা। গত প্রায় ৩০ বছর ধরে সার্ভিস সেন্টার সুস্থায়ী কৃষি ও সুসমন্বিত চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করছে। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামের চাষিরা সুসমন্বিত খামার গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। বহু প্রশ্ন উঠেছে এবং উঠছে। যেমন, এইটুকু জমি থেকে কি একটা গোটা পরিবারের সারাবছরের পুষ্টির সংস্থান করা সম্ভব ? বাইরের সাহায্য ছাড়া এই ধরনের খামারগুলির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যায় কি ? এতে চাষির যদি সত্যিই লাভ হয়, তাহলে আশপাশের সব চাষিরা এই চাষব্যবস্থা প্রবর্তনে এগিয়ে আসছেন না কেন ? পূর্ব মেদিনীপুরের ৫ জন চাষির সুসমন্বিত খামারের গল্প নিয়ে এই ছবি তৈরি হয়েছে এইসব প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য। প্রশ্নগুলি যদি আপনাদেরও পীড়িত করে তাহলে একবার দেখতেই হবে **'পাল্টে গেল জীবনজমিন'**। আর, আমাদের মতো যারা গ্রামে গ্রামে সুস্থায়ী কৃষির প্রবর্তনের কাজে ব্রতী হয়েছেন, তাঁরা তাঁদের প্রশিক্ষণে বা প্রচারে ছবিটি দেখিয়ে চাষিদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। মূল্য ৬০ টাকা। যোগাযোগের ঠিকানা :

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু